আফ্রিকা সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সুলতান ইউসুফ ইবনু তাশফিন ও মুরাবিত সাম্রাজ্যের ইতিহাস

আফ্রিকা সিরিজ

সুলতান ইউসুফ ইবনু তাশফিন ও

মুরাবিত সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৫০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-97834-1-1

Moravid Samrajjer Etihas
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদের তাওফিক দিয়েছেন আকিদা, ইতিহাস ও গবেষণার ওপর ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রকাশের। ইতিহাসের ওপর আমাদের কাজের ধারাবাহিকতায় এবার আপনাদের হাতে তুলে দিলাম *সুলতান ইউসুফ ইবনু তাশফিন ও মুরাবিত সাম্রাজ্যের ইতিহাস* গ্রন্থটি।

উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার এবং এই অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরতে আমরা কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। সেই ধারাবাহিকতায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচিত হয়েছে মুরাবিত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস নিয়ে। একটি নতুন সাম্রাজ্য কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, সেই আলোচনা পাবেন গ্রন্থটিতে। কেননা, একটা নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে অনেক ধাপ পেরোতে হয়, কতশত কৌশল, প্রচুর ত্যাগ, দীর্ঘ সাধনা করতে হয়। এর পরই মূলত একটি আদর্শ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পায় এবং দীর্ঘ মেয়াদে শাসনকাজ চালাতে পারে। আর এর পেছনে নিয়ামক হিসেবে থাকেন এক-দুজন মহামানব—রবের দরবারে যাঁদের রোনাজারি ও একনিষ্ঠতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে থাকে। অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো মুরাবিত সাম্রাজ্যেও একজন স্বপ্নপুরুষ ছিলেন, আর তিনি হচ্ছেন শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসিন। তিনি তাঁর শিষ্য ও পরবর্তী প্রজন্মের মনমগজে একটি সাম্রাজ্যের রূপরেখা ও সংগ্রামের চেতনা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্নপূরণে ইউসুফ ইবনু তাশফিনের মতো একজন মহান সারথীও তৈরি করে গিয়েছিলেন, যিনি এই সাম্রাজ্যকে একটি সফল ও আদর্শ সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। পাঠক গ্রন্থটি পড়লে ইতিহাসের স্বচ্ছ আয়নায় এ সবই জানতে পারবেন।

এ ছাড়া গ্রন্থটিতে আমির ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহিম, আমির আবু বকর ইবনু উমর ও ইউসুফ ইবনু তাশফিনের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন আফ্রিকার বীর মুজাহিদ সুলতান ইউসুফ ইবনু তাশফিন। বাংলা ভাষায় যেহেতু সুলতান ইউসুফ ইবনু তাশফিন বা মুরাবিত সাম্রাজ্য নিয়ে কোনো গ্রন্থ নেই; আর পাঠকের চাহিদা ছিল বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনু তাশফিন

ও তাঁর সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানার, সে হিসেবে আশা করি গ্রন্থটি এই শূন্যতা পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ। অনুবাদক হিসেবে তিনি নবীন হলেও তাঁর অনুবাদে পাবেন একজন দক্ষ অনুবাদকের ছাপ। মনে হবে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ প্রতিশ্রুতিশীল একজনের অনুবাদ পড়ছেন। মনে হবে না আপনি কোনো অনুবাদগ্রন্থ পড়ছেন; মৌলিকেরই স্বাদ অনুভূত হবে ইনশাআল্লাহ। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অথচ জটিল ও কঠিন এই গ্রন্থ তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন।

গ্রন্থটির ভাষা, বানান ও প্রুফ সমন্বয়ের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন ও আলমগীর হুসাইন মানিক। তাদের প্রত্যেকের নেক হায়াত কামনা করি।

গ্রন্থটিতে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, শহর, ব্যক্তি ও জিনিসপত্রের দুর্বোধ্য ও কঠিন অনেক নাম স্থান পেয়েছে। আমরা সেগুলো মূল আরবি ও ইংরেজির সঙ্গে মিলিয়ে যথাসম্ভব শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও এসব নামের পাশে ব্র্যাকেটে আরবি-ইংরেজিও জুড়ে দিয়েছি বা আধুনিক নাম দিয়েছি। অনুবাদক ও সম্পাদনা-পরিষদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় টীকাও সংযোজন করেছি।

গ্রন্থটির অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি পাঠকদের কথা বিবেচনায় রেখে আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো করে সাজিয়েছি, যাতে কোনো বিষয় অস্পষ্ট না থাকে। এ ছাড়া কিছু মানচিত্র দেওয়া হয়েছে গ্রন্থটিতে। এতকিছুর পরেও কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
৭ জুলাই ২০২৩

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, লাখো শুকরিয়া মহান আল্লাহর দরবারে। যেকোনো ভালোকাজ শুরু করার পর নানা বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উতরাই সামনে আসতে থাকে। সবকিছু সত্ত্বেও কাজের শেষ স্তরে পৌঁছা এবং আলোর মুখ দেখা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়।

অসংখ্য সালাত ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যুগে যুগে শত-সহস্র দায়ি ও সমাজসংস্কারক এসে তাঁরই দাওয়াতকে পৃথিবীর প্রতিটি সমাজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। একজন মানুষের, একটি দাওয়াতের এত এত বিদ্বান ও গুণী অনুসারী—নিঃসন্দেহে এটি প্রিয়নবির মুজিজা; মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিস্ময়।

মুরাবিতদের ইতিহাস অনেক কম আলোচনা হয়; অথচ এই যুগে এই ইতিহাস অনেক অনেক প্রাসঙ্গিক। বর্তমান পতনযুগে আমরা যে সামাজিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি, তার চেয়েও বেশি অবক্ষয়ের শিকার একটা সমাজ থেকে মুরাবিত সাম্রাজ্যের উত্থান। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দেখলেই জানা যাবে কেমন ছিল তাদের পতনের মাত্রা। প্রথম শতাব্দীতে ইসলামগ্রহণ করে তারিক ইবনু জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেন জয় করা পশ্চিম আফ্রিকার বার্বার জনগোষ্ঠী তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে এসে ইসলাম কী জিনিস, তা ভুলতে বসেছিল। সেই পুরানো ছাই থেকে পুনরায় স্পেনজয়ী আরেকটি কাফেলা গড়ে ওঠে।

আফ্রিকায় ইসলামের পুনর্জাগরণে মুরাবিত সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসিন রাহ.। তাঁর বিপ্লবী ও দাওয়াতি কার্যক্রম এই যুগের সকল দায়ির অধ্যয়নতালিকার শুরুর দিকে থাকা উচিত ছিল। এই বিপ্লবী কাফেলার মহান নেতৃবৃন্দ—শায়খ আবু ইমরান ফাসি, আমির ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহিম থেকে নিয়ে আমির ইউসুফ ইবনু তাশফিন রাহ.—সবাই এই উম্মতের সূর্যসন্তান। যাঁদের ত্যাগ, শ্রম ও ইখলাস ইসলামি ইতিহাসের মহান বীরদের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যায়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি একদিকে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ইতিহাস, অন্যদিকে দাওয়াতের ইতিহাস। কীভাবে ভস্মীভূত ছাইয়ের স্তূপ থেকে একটি সুরম্য অট্টালিকা তৈরি হয়, এই বাস্তবতা কেবল ইসলামের দাওয়াতের ইতিহাসেই বিদ্যমান। এই যুগে

যারা সমাজের বিধ্বস্ত চরিত্র দেখে হতাশাগ্রস্ত, কিংবা প্রতিপক্ষের যারা আনন্দে মগ্ন এই ভেবে যে, মুসলিমদের সময় শেষ—মুরাবিতদের ইতিহাস তাদেরও জানা দরকার।

মুরাবিত সাম্রাজ্য ও তার প্রাণপুরুষদের নিয়ে লেখা ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির গ্রন্থটি অনুবাদ করতে পারা আমার জীবনের অন্যতম সুন্দর একটি জার্নি। গ্রন্থে কিছু কবিতার অনুবাদ জরুরি মনে না করায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সাহিত্যমানের উদাহরণ হিসেবে যুক্ত করা কবিতাগুলো মূল ভাষায় পড়ার বিকল্প নেই। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত ও অনূদিত হয়েছে, আল্লাহ তা কবুল করুন। কোনো ভুলত্রুটি কারও দৃষ্টিগোচর হলে নির্দ্বিধায় আমাদের অবগত করবেন; পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মূল্যবান এ গ্রন্থটির কাজে আমাকে জড়ানোয় যার সবচেয়ে বেশি অবদান, শ্রদ্ধেয় শায়খ মাওলানা আতাউল কারীম মাকসুদ হাফিজাহুল্লাহ। তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান এবং আমার প্রথম কর্মস্থল জামিয়া ইউসুফ বানুরীকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও উম্মাহর মারকাজ এবং 'রিবাতে' পরিণত করে দিন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কালান্তর প্রকাশনীর প্রতি, বিশেষ করে এর সত্ত্বাধিকারী আবুল কালাম আজাদের প্রতি—তিনি এই নবীন অনুবাদকের ওপর আস্থা রেখেছেন। জীবনের প্রতিটি ভালো সূচনায় শ্রদ্ধেয় উসতাজদের অবদানের কথা স্মরণ হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমগুলো কবুল করে নিন।

প্রিয় মা-বাবা, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যাঁদের অবদান, আল্লাহ তাঁদের দুনিয়া-আখিরাত উজ্জ্বল করুন। গ্রন্থটির কাজের শুরু এবং শেষের সময়ের মধ্যে আল্লাহ আমাকে দান করেছেন একটুকরো জান্নাত। আমার মেয়েসহ এই উম্মতের সকল সন্তানকে আল্লাহ দীনের জন্য কবুল করে নিন।

গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি দিলখোলা শুকরিয়া, আল্লাহ যেন সবার শ্রম কবুল করুন। সংগ্রামী দায়ি ও মুজাদ্দিদদের পদরেখা অনুসরণ করে ইসলামের পুনর্জাগরণে আমাদেরও শরিক করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

মুরাবিত সাম্রাজ্যের উত্থান # ২০

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুরাবিত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান # ২১

এক : মুলাসসাম নামকরণ ২১
দুই : নামকরণের কারণ ২২
তিন : মুলাসসামদের আবাসভূমি ২২
চার : সামাজিক অর্থনীতি ২৩
পাঁচ : মুলাসসামদের আবাসভূমির ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব ২৪
ছয় : সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতি ২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাবিতদের উত্থানকালের নেতৃবৃন্দ # ২৮

এক : রাজনৈতিক নেতা আমির ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহিম ২৮
দুই : মুরাবিত সাম্রাজ্যের রূপকার আবু ইমরান ফাসি ৩১
তিন : মুরাবিত সাম্রাজ্যের প্রাণপুরুষ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসিন ৩৩
চার : শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসিনের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ৩৫
পাঁচ : ইবনু ইয়াসিনের ধারণকৃত গুণাবলি ৪৪
ছয় : ইবনু ইয়াসিনের বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি ৪৮
সাত : গবেষকদের চোখে ইবনু ইয়াসিনের বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য ৪৯

আট : রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইবনু ইয়াসিনের পথপরিক্রমা ৫৩
নয় : শায়খ ইবনু ইয়াসিনের প্রতিষ্ঠিত রিবাত ৬১
দশ : শায়খ ইবনু ইয়াসিনের উসুল ও মানহাজ ৬২
এগারো : ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের স্তর ৬৮
বারো : মুরাবিতদের উত্থানকালে পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থা ৭০
তেরো : সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকা ঐক্যবদ্ধ করার সূচনা ৭৪
চৌদ্দ : ইবনু ইয়াসিনের জিহাদি কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত ৭৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যের স্থিতি, বিকাশ এবং ইউসুফ ইবনু তাশফিন # ৮০

এক : বংশপরিচয় ৮০
দুই : মুরাবিত-সেনাবাহিনীতে ইউসুফের গড়ে ওঠার নানা স্তর ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দালুসের মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় মুরাবিতদের সংগ্রাম # ৮৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

টলেডো ও কর্ডোভার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আন্দালুসে মুসলিমদের দুর্বলতা ও খ্রিষ্টানদের শক্তিবৃদ্ধির কারণ # ৯০

এক : টলেডো ও কর্ডোভার অন্তর্দ্বন্দ্ব ৯০
দুই : আন্দালুসে মুসলিমদের দুর্বলতা ও খ্রিষ্টানদের শক্তিবৃদ্ধির কারণ ৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাবিতদের উত্থানকালে বিশ্বপরিস্থিতি # ১০৩

এক : আন্দালুসে ক্রুসেডারদের হামলা ও আলফানসোর উচ্চাভিলাষ ১০৪
দুই : আলফানসো ও মুতামিদ ইবনু আব্বাদ ১০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাবিতদের আন্দালুস আগমন ও জাল্লাকাযুদ্ধ # ১১১

এক : কর্ডোভার উলামা সম্মেলন এবং শাসকদের পরামর্শ ১১১
দুই : মুরাবিতদের আন্দালুস আগমন ১১২
তিন : জাল্লাকার 'মহাকাব্য' ১১৭

চার : জাল্লাকাযুদ্ধের ফলাফল ১২৫
পাঁচ : ইউসুফের মাগরিবে প্রত্যাবর্তন ১২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুরাবিতসমাজে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ফলাফল # ১২৮

এক : এগুলো পূর্বনির্ধারিত ১২৯
দুই : বিধানগুলো পরিবর্তনশীল নয় ১২৯
তিন : এগুলো অবশ্যম্ভাবী ১৩০
চার : এগুলোর বিরোধিতা করা যায় না, করেও লাভ হবে না ১৩০
পাঁচ : বাঁকাস্বভাবের লোকেরা উপকৃত হতে পারে না;
কিন্তু মুত্তাকিরা শিক্ষা হাসিল করে ১৩০
ছয় : সৎ ও অসৎ সবার জন্যই সমান ১৩১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাল্লাকাপরবর্তী আন্দালুসের অবস্থা এবং আন্দালুস দখলের বিষয়ে ফাতওয়া # ১৩৭

এক : জাল্লাকাপরবর্তী আন্দালুসের অবস্থা ১৩৭
দুই : তাওয়ায়িফের পতন ঘটিয়ে আন্দালুস দখলের ফাতওয়া ১৪১
তিন : ইবনু তাশফিন, তাওয়ায়িফ ও আব্বাসি খিলাফতের প্রত্যেক
বিষয়ে ইমাম গাজালির উত্তর ১৪৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইবনু তাশফিনের তৃতীয় ও চতুর্থবার আন্দালুসযাত্রা এবং তাওয়ায়িফ শাসকদের শরিয়ত-বিচ্যুতির পরিণতি # ১৪৭

এক : ইবনু তাশফিনের তৃতীয়বার আন্দালুসযাত্রা ১৪৭
দুই : ইবনু তাশফিনের চতুর্থবার আন্দালুসযাত্রা ১৫৩
তিন : তাওয়ায়িফ শাসকদের শরিয়ত-বিচ্যুতির পরিণতি ১৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

মুরাবিত সাম্রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি # ১৫৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

গণ-অধিকার এবং মুরাবিত সাম্রাজ্যে শাসকের বিষয়ে নাগরিকদের অবস্থান # ১৫৯

এক : গণ-অধিকার ১৫৯

দুই : মুরাবিত সাম্রাজ্যে শাসকের বিষয়ে নাগরিকদের অবস্থান ১৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে মুরাবিতদের সম্পর্ক # ১৬৮

এক : ফকিহ ইবনুল আরাবি কর্তৃক খলিফা আল মুসতাজহির বিল্লাহর সমীপে পেশকৃত চিঠি ১৭০

দুই : মুরাবিতদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আব্বাসি খলিফার জবাব ১৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বনু হামমাদের সঙ্গে ইবনু তাশফিনের নীতি, তাওয়ায়িফদের সঙ্গে বোঝাপড়া এবং স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক # ১৭৫

এক : বনু হামমাদ পরিবারের সঙ্গে ইবনু তাশফিনের নীতি ১৭৫

দুই : তাওয়ায়িফ শাসকদের সঙ্গে মুরাবিতদের বোঝাপড়া ১৭৬

তিন : স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুরাবিতদের সম্পর্ক ১৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

মুরাবিতদের স্বরাষ্ট্রনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুরাবিতদের কার্যনির্বাহী ও প্রশাসন # ১৮০

এক : আমির ও ইমারাত ১৮১

দুই : যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন ১৮৩

তিন : মুরাবিতদের পরামর্শ ১৮৩

চার : মুরাবিতদের আমিরুল মুসলিমিন উপাধি ১৮৪

পাঁচ : মুরাবিতদের নায়িবুল আমির বা উপ-রাষ্ট্রপ্রধান ১৮৬

ছয় : মুরাবিতদের প্রশাসক নিয়োগ ১৮৭

সাত : মুরাবিতদের মন্ত্রণালয় ১৮৭
আট : মুরাবিতদের চিঠিপত্র দপ্তর ১৯০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাবিত সাম্রাজ্যের বিচারব্যবস্থা # ১৯২

এক : আন্দালুসের 'কাজিউল জামাআ' পদবি ১৯৩
দুই : মাগরিব অঞ্চলের কাজিউল জামাআ ১৯৪
তিন : পরামর্শভিত্তিক বিচারিক সভা ১৯৪
চার : সামরিক বিচারব্যবস্থা ১৯৪
পাঁচ : মুরাবিত রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বিচারব্যবস্থা ১৯৫
ছয় : কিছু দুঃখ, হতাশা ও আশার বাণী ১৯৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাবিতদের সামরিক ব্যবস্থা # ১৯৭

এক : আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের বৈশিষ্ট্য ১৯৭
দুই : মুরাবিত সেনাপতিদের গুণাবলি ১৯৮
তিন : মুরাবিত-সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ২০৪
চার : সেনাপ্রশিক্ষণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ২০৫
পাঁচ : মুরাবিত-সেনাবাহিনীর মৌলিক উৎস ২০৯
ছয় : যুদ্ধরীতি ২১০
সাত : নৌশক্তি ২১২
আট : বেলেয়ার দ্বীপপুঞ্জে মুরাবিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ২১৩
নয় : মুরাবিতদের নৌঘাঁটির অবস্থান ২১৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুরাবিতদের অর্থব্যবস্থাপনা # ২১৫

পঞ্চম অধ্যায়

সভ্যতায় মুরাবিতদের অবদান # ২১৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাগরিব ও আন্দালুসে মুরাবিত স্থাপত্য এবং মুরাবিত সাম্রাজ্যের সাহিত্যচর্চা # ২১৮

এক : মাগরিব ও আন্দালুসে মুরাবিত স্থাপত্য ২১৮
দুই : মুরাবিত সাম্রাজ্যের সাহিত্যচর্চা ২২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাবিত সাম্রাজ্যের সমকালীন আলিমসমাজ # ২২৩

এক : আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবন রুশদ আল জাদ্দ ২২৩
দুই : শহিদ, কাজি ফকিহ আবু আলি আস সাদাফি ২২৪
তিন : কাজি ফকিহ আবু বকর ইবনুল আরাবি ২২৬
চার : আল ফকিহ কাজি ইয়াজ ২২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাবিত আমলে ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোলচর্চা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র # ২৩৪

এক : মুরাবিত আমলে ভাষা, ইতিহাস ২৩৪
দুই : মুরাবিত সাম্রাজ্যে ইতিহাস ও ভূগোলচর্চা ২৩৫
তিন : মুরাবিত আমলের চিকিৎসাশাস্ত্র ২৩৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুরাবিত সাম্রাজ্য পতনের কারণ # ২৩৮

সারমর্ম # ২৪১

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে মনুষ্যসমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি মাত্র একজন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেই দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সুরা নিসা : ১]
>
> হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল-সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমল ত্রুটিমুক্ত এবং পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহা-সাফল্য লাভ করে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

সর্বোচ্চ সত্য বচন মহান আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম পথ মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশিত পথ, সর্বনিকৃষ্ট হলো (দীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত বিষয়। নব-উদ্ভাবিত সবকিছু বিদআত; আর সব বিদআতই ভ্রষ্টতা।

হে আল্লাহ, আমরা আপনার প্রশংসা করছি, যেমন প্রশংসা আপনার মর্যাদা ও মহত্ত্বের উপযুক্ত। আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেও আপনার প্রশংসা।

উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার এবং এই অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরতে আমরা কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। সেই ধারাবাহিকতায় এটি

একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এখানে আলোচনা হবে আহলুস সুন্নাতের অনুসারী মুসলিমদের একটি সাম্রাজ্য অর্থাৎ, 'মুরাবিত সাম্রাজ্যে'র উত্থান ও পতনের ইতিহাস নিয়ে। নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং কোনো সমাজের জাগরণ কীভাবে ঘটে, এর অন্তরালে মহান আল্লাহর যে অমোঘ নীতিগুলো রয়েছে, সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করবে এই গ্রন্থ।

সেই সূত্র ধরে ওইসব গোত্রের আলোচনাও উঠে আসবে, যেসবের সমন্বয়ে মুরাবিত সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল। শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসিন সানহাজার গোত্রগুলোর প্রতি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে জগদ্‌বিখ্যাত এই সাহারা মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছানোর আগে কেমন ছিল এখানকার মানুষদের আবাসস্থল, কেমন ছিল তাদের জীবনযাত্রা। তাদের সমাজ পরিচালনা ও অর্থনীতি কেমন ছিল, তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধই-বা কেমন ছিল। তারপর ইবনু ইয়াসিন কীভাবে এই গোত্রগুলোর মুখোমুখি হলেন, কীভাবে তাদের পরিবর্তন সাধন করলেন এবং এই প্রান্তিক মানুষগুলোর মধ্য থেকেই কীভাবে এমন এক উম্মাহ গড়ে তুললেন, যারা বিশ্বাসে, প্রচারে এবং কর্মে সর্বতোভাবে ইসলামকেই তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল; তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরবে এই গ্রন্থ।

সেই সঙ্গে আলোকপাত করা হবে মুরাবিত সাম্রাজ্যের স্থপতি ও নেতাদের জীবনের ওপর। যেমন : আমির ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহিম, আমির আবু বকর ইবনু উমর ও ইউসুফ ইবনু তাশফিন। কোন কৌশলে তাঁরা মরক্কো ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করলেন, এরপর আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের রাষ্ট্র; যেমন : ঘানা, মালি ইত্যাদি অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগোলেন, এর ওপরও আলোকপাত করা হবে।

এই গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয় হলো স্প্যানিশ মুসলিমদের প্রতি মুরাবিতদের সহযোগিতা এবং স্পেনীয় মুসলিমরা কোন কারণে পতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল তার অনুসন্ধান। মুরাবিত সাম্রাজ্যে শরিয়া আইন বাস্তবায়নের প্রতিক্রিয়া, মুরাবিতদের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি, ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধানের মাধ্যমে কীভাবে সর্বস্তরের জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল, মুরাবিত সরকার প্রসঙ্গে তার নাগরিকদের অবস্থান কী ছিল, এই সকল তথ্যও এখানে তুলে ধরা হবে।

সমকালীন অন্যান্য মুসলিম-অমুসলিম রাষ্ট্র—যেমন : আব্বাসি খিলাফত, বনু হাম্মাদি সাম্রাজ্য, আন্দালুসে বিভক্ত আঞ্চলিক শাসকরা, অন্যান্য স্প্যানিশ রাজ্য ও খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যগুলোর সঙ্গে মুরাবিতদের আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদিও এই গ্রন্থের আলোচনার এক প্রধান বিষয়। এ ছাড়া মুরাবিতদের রাষ্ট্রকাঠামো—যেমন : প্রশাসন ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, বিচারব্যবস্থা, সামরিক বিন্যাস, অর্থব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হবে। মুরাবিতদের ওপর আরোপিত মিথ্যাচারের উপযুক্ত জবাব

দেওয়া হবে। সভ্যতার প্রতি তাঁদের অবদান—যেমন : স্থাপত্য ও শিল্পসাহিত্যে, ফিকহ-আইনশাস্ত্রে, ইতিহাস, ভূগোল ও চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের বহুমুখী অবদানের বিবরণ তুলে ধরবে এই গ্রন্থ।

পাঠক গ্রন্থটির পাতায় পাতায় বিশেষভাবে দেখবেন মানবজাতির উত্থান-পতনে মহান আল্লাহর শাশ্বত বিধান। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোকে এই শিক্ষালাভ হবে যে, কীভাবে সেই শাশ্বত রীতিনীতিকে অবলম্বন করে এগোতে হয়। এ ছাড়াও একটা জনগোষ্ঠীকে আত্মমর্যাদা ও স্বকীয়তার দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে আলিমদের ভূমিকা কতটুকু, আলিমরা কীভাবে জাগতিক ও রুহানি উভয় উপকরণ অবলম্বন করে শত্রুর বিরুদ্ধে স্বজাতির বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন। কোনো জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করা এবং তাদের নিয়ে রাষ্ট্রনির্মাণের উদ্যোগে ধীরস্থিরতা বা পর্যায়ক্রমে এগোনোর সুন্নাহ অবলম্বন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।

জাতি বিনির্মাণের মতো মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় আত্মার পরিচর্যা। অর্থাৎ, সমাজের উঁচু থেকে নীচু সর্বস্তরের মানুষকে আল্লাহমুখী করা। নেতাদের আখলাক-চরিত্র, তাদের জ্ঞানগরিমা ও আন্দোলন-প্রচেষ্টা সব যেন সঠিক নিয়তে হয়। আর অনুসারীরা যেন আল্লাহর কিতাব, রাসুলের সুন্নাহ এবং নেতাদের ডাকে অসংকোচে সাড়া দিতে তৈরি থাকে, এই লক্ষ্যে তাদের পরিচর্যা করার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

মুরাবিত সাম্রাজ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে ক্ষমতার পালাবদল কীভাবে ঘটে, তা উন্মোচনের চেষ্টা করবে আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণাকর্মটি।

গ্রন্থটির লক্ষ্যবস্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলো :

- মুরাবিত সাম্রাজ্যের নেতাদের পরিচয় তুলে ধরা। যেমন, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসিন, ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহিম, আবু বকর ইবনু উমর, ইউসুফ ইবনু তাশফিন এবং আবু ইমরান আল ফাসি।
- মুরাবিতদের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতার পালাবদল কীভাবে ঘটে, এর মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করা হবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এই মুরাবিত-আন্দোলন ক্ষমতায়নের যেসব ধাপ অতিক্রম করেছে, যেসব উপকরণ অবলম্বন এবং শর্ত পূরণ করতে হয়েছে, তা বিশদভাবে তুলে ধরা হবে। ক্ষমতায় আরোহণের পর যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেছে, তা-ও আলোচনায় আসবে।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস, উত্থানের মূল প্রভাবক, পতনের কারণ এবং পৃথিবীর

বিভিন্ন ভূখণ্ডে ব্যক্তি ও সমাজের উত্থান-পতনে মহান আল্লাহর শাশ্বত নীতি প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্জনের পদ্ধতিটি সহজ করাও এই রচনার উদ্দেশ্য।

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশুদ্ধ আকিদা জানা এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে এই আকিদার ওপর গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরা হবে। আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ থেকে আহরিত বিশ্বাসের প্রতি মুরাবিতরা কতটা গুরুত্বারোপ করতেন, তা জানা যাবে।
- এই রচনার মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের ইতিহাস-শাখাকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে বিশুদ্ধ আকিদা ও ইতিহাসের সঠিক চিত্র। যেসব গবেষক নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইতিহাসের বিকৃত উপস্থাপনে দ্বিধাবোধ করে না, গ্রন্থটি সেই প্রাচ্যবিদদের বিদূষণ এবং সেকুলারদের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

বিষয়বিন্যাস হিসেবে গ্রন্থটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : মুরাবিত সাম্রাজ্যের উত্থান

এই অধ্যায়ে আছে তিনটি পরিচ্ছেদ :

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুরাবিত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুরাবিতদের উত্থানকালের নেতৃবৃন্দ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের স্থিতি ও বিকাশ এবং মহান সেনাপতি ইউসুফ ইবনু তাশফিন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আন্দালুসি মুসলিমদের সাহায্যে মুরাবিতদের ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আছে ছয়টি পরিচ্ছেদ :

প্রথম পরিচ্ছেদ : টলেডো ও কর্ডোভার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আন্দালুসে মুসলিমদের দুর্বলতা ও খ্রিষ্টানদের শক্তিবৃদ্ধির কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুরাবিতদের উত্থানকালে বিশ্বপরিস্থিতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুরাবিতদের আন্দালুস আগমন ও জাল্লাকাযুদ্ধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুরাবিতসমাজে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ফলাফল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জাল্লাকাপরবর্তী আন্দালুসের অবস্থা এবং আন্দালুস দখলের বিষয়ে ফাতওয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইবনু তাশফিনের তৃতীয় ও চতুর্থবার আন্দালুসযাত্রা এবং তাওয়ায়িফ শাসকদের শরিয়ত-বিচ্যুতির পরিণতি।

তৃতীয় অধ্যায় : মুরাবিত সাম্রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি

এই অধ্যায়ে আছে তিনটি পরিচ্ছেদ :

প্রথম পরিচ্ছেদ : গণ-অধিকার এবং মুরাবিত সাম্রাজ্যে শাসকের বিষয়ে নাগরিকদের অবস্থান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে মুরাবিতদের সম্পর্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বনু হাম্মাদের সঙ্গে ইবনু তাশফিনের নীতি, তাওয়ায়িফদের সঙ্গে বোঝাপড়া এবং স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক।

চতুর্থ অধ্যায় : মুরাবিতদের স্বরাষ্ট্রনীতি

এই অধ্যায়ে আছে চারটি পরিচ্ছেদ :

প্রথম পরিচ্ছেদ : শাসন ও নির্বাহী ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিচারব্যবস্থা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সামরিক ব্যবস্থা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অর্থনীতি।

পঞ্চম অধ্যায় : সভ্যতার উন্নয়নে মুরাবিত সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ

এই অধ্যায়ে আছে চারটি পরিচ্ছেদ :

প্রথম পরিচ্ছেদ : মাগরিব ও আন্দালুসে মুরাবিত স্থাপত্য এবং মুরাবিত সাম্রাজ্যের সাহিত্যচর্চা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুরাবিত সাম্রাজ্যের সমকালীন আলিমসমাজ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুরাবিত আমলে ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোলচর্চা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্য পতনের কারণগুলো।

সব শেষে আছে উপসংহার।

মহান আল্লাহর কাছে কামনা করছি এই রচনাটি যেন কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হয়। এর প্রতিটি হরফের বিনিময় একমাত্র তাঁর কাছেই আশা করি, কিয়ামত-দিবসে নেকির পাল্লায় যেন এগুলোও গণ্য করা হয়। আর যে ভাইয়েরা গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করার পথে একটু হলেও সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও যেন মহান আল্লাহ উপযুক্ত প্রতিদান দান করেন।

রবের ক্ষমা, করুণা, দয়া ও সন্তুষ্টিপ্রার্থী

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

মুরাবিত সাম্রাজ্যের উত্থান

- মুরাবিত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান।
- মুরাবিতদের উত্থানকালের নেতৃবৃন্দ।
- সাম্রাজ্যের স্থিতি, বিকাশ এবং ইউসুফ ইবনু তাশফিন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুরাবিত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

আফ্রিকার প্রাচীন বার্বার জনগোষ্ঠী ছিল অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত। 'সানহাজা' হলো এর কিছু গোত্রের সামষ্টিক নাম। সানহাজা গোত্রগুলোই বার্বারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী। শক্তিমত্তা ও যোদ্ধাদের আধিক্যে তারা তখন বিখ্যাত। উত্তর আফ্রিকার পাহাড়-পর্বত থেকে নিয়ে সমতল ভূমি সর্বত্র তাদের বিচরণ। বিশেষ করে আলজেরিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত তারাই ছিল প্রধান অধিবাসী।

কিছু ইতিহাসবিদের মতে, সানহাজার গোত্রগুলো স্বতন্ত্র একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৭০টির বেশি বার্বার গোত্র। এর প্রধান কয়েকটি গোত্র হলো লামতুনা, জুদালা, লামতা, মাসুফা ইত্যাদি। এই গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে আহলুস সুন্নাতের অনুসারী মুরাবিত সাম্রাজ্য। আবার কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন, সানহাজার পূর্বপুরুষ হিময়ার ইবনু সাবা। অর্থাৎ, এদের শিকড় হলো ইয়ামেন। আর বাকি ইতিহাসবিদরা মনে করেন, ইয়ামেন তথা আরবের সঙ্গে সানহাজার নৃতাত্ত্বিক কোনো সম্বন্ধ নেই। তারা আফ্রিকার বার্বার জনগোষ্ঠীরই সন্তান।[১]

এক. মুলাসসাম নামকরণ

সানহাজার গোত্রগুলো ইতিহাসে 'মুলাসসাম' তথা মুখোশধারী নামে পরিচিত। মুখ ঢেকে রাখাটা তাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। মুরাবিত নাম হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল তাদের ঐতিহাসিক নাম। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, সানহাজার সকল গোত্র নয়; শুধু লামতুনা গোত্রের উপাধি ছিল মুলাসসাম। আর তখন অন্যান্য অনেক গোত্র যেমন : মাসুফা, মাসরাতা, মুদাসা, জুদালা, লামাতা এগুলো লামতুনার নেতৃত্ব মেনে চলত। পরবর্তীকালে জুদালার আমির ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহিমের সময় গোত্রগুলোর নেতৃত্ব জুদালার হাতে চলে আসে।[২]

---

১ *দাওলাতুল মুরাবিতিন ফিল মাগরিব ওয়াল উন্দুলুস*, ড. সা'দুন আব্বাস : ১২-১৩।

২ *তারিখুল মাগরিব ওয়াল উন্দুলুস ফি আসরিল মুরাবিতিন*, ড. হামদি আবদুল মুনইম : ২৭।

এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শুরুতে এই উপাধি কেবল লামতুনার ছিল। পরবর্তীকালে সেটা ব্যাপকতা পায়। যেসব গোত্র তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করত এবং তাদের নেতৃত্ব মেনে নিত, তারাও মুলাসসাম নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

দুই. নামকরণের কারণ

মুলাসসাম নামকরণের কারণ হিসেবে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় :

১. যারা মনে করে সানহাজার পূর্বপুরুষরা প্রাচ্য তথা আরব থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে হিজরত করে এই অঞ্চলে বসত করেছে, তাদের দৃষ্টিতে এই নামকরণের কারণ হলো, তাদের পূর্বপুরুষরা প্রচণ্ড গরমের কারণে মুখ ঢেকে চলাফেরা করত। অর্থাৎ, তপ্ত হাওয়া ও উত্তপ্ত ধূলিকণা থেকে চেহারা রক্ষা করতে মুখ ঢেকে রাখত। সেই থেকে তাদের এই নাম।

২. জনশ্রুতি আছে, তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর চেয়ে তারা সংখ্যায় কম ছিল। তাই তারা কোনো এক পরিস্থিতিতে পরাজিত হয়ে পালানোর সময় শত্রুকে ফাঁকি দিতে মুখ ঢেকে রাখত।

৩. আরেকটি জনশ্রুতি হলো, কোনো এক লড়াইয়ে সানহাজার শত্রুপক্ষ সেনাবাহিনীকে এড়িয়ে তাদের বসতিতে হামলা করে। সেখানে তখন নারী-শিশু-বৃদ্ধরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন প্রবীণ ব্যক্তিরা নারীদের মুখ ঢেকে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ময়দানে নামার নির্দেশ দেয়। ফলে আক্রমণকারীরা তাদের রিজার্ভ ফোর্স মনে করে ভয়ে পালিয়ে যায়। তখন থেকেই তারা এই নিকাব তাদের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পরবর্তীকালে এই নিকাব তাদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রধান পরিচয়ে পরিণত হয়। তাদের এই নিকাব সম্পর্কে এক কবির আবৃত্তি :

হিমইয়ারের এক উচ্চ সম্প্রদায়;
সানহাজা নামেও তাদের পরিচয়
সকল মর্যাদা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে;
তাই তারা লজ্জাবনত হয়ে মুখ ঢেকে রাখে।[৩]

তিন. মুলাসসামদের আবাসভূমি

তাদের বসবাস ছিল জগদ্‌বিখ্যাত সাহারা মরুভূমিতে। পূর্বে গাদামিস (লিবিয়ার একটি অঞ্চল), পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। উত্তরে দারনা তথা এটলাস পর্বতমালা

[৩] ওফায়াতুল আ'ইয়ান : ৭/১৩০।

(লিবিয়া-আলজেরিয়ায় বিস্তৃত ভূমধ্যসাগর উপকূলের পর্বতশ্রেণি), দক্ষিণে সাহারা মরুভূমির মধ্যস্থল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই অঞ্চল মুলাসসামদের আবাসভূমি।

এই অঞ্চলে সারা বছর প্রবহমান এমন নদ-নদীর দেখা মেলে না। বৃষ্টিপাতও অত্যন্ত কম। মাঝেমধ্যে অনাবৃষ্টি শুরু হয়ে কয়েক বছর কেটে যায়, তবু আকাশের মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরে না; বরং নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। অনন্যোপায় যাযাবর গোত্রগুলোকে তখন সন্ধান করতে হয় নতুন আবাসস্থলের, যেখানে মিলবে কিঞ্চিৎ পানি, কিছু ঘাসপাতা। অন্তহীন মরুর বুকে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরূদ্যান ঘিরে গোত্রগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। নতুন নতুন গ্রাম সৃষ্টি হয় আদিম রূপে। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ গ্রাম, চিরায়ত যাযাবর জীবনের সেই দৃশ্য।[৪]

চার. সামাজিক অর্থনীতি

পানির প্রয়োজন সবার আগে, তাই মুলাসসামরা মরূদ্যান ঘিরে বসত গড়ে তুলত। সেখানেই চলত তাদের অল্পবিস্তর কৃষিকাজ। প্রধান ফসল হলো যব। প্রতিকূল পরিবেশ এবং অল্প পানিতেও যবের ফলন ভালো হতো। তাদের বৃহৎ গোত্র লামতুনার আবাসস্থল 'আজকা' এলাকায় খুব ভালো যব চাষ হতো।

তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ হলো খেজুরগাছ। সে অঞ্চলের বড় শহর 'সিজিলমাসা'তে এমন অনেক মরূদ্যান ছিল খেজুরবাগানে পরিপূর্ণ। খেজুরের ছায়াও গুরুত্বপূর্ণ; ছায়াতে চাষ করা হতো তরমুজ, লাউ, ধুন্দুল, শসা ইত্যাদি। কিছু কিছু উদ্যানে ভুট্টার চাষও হতো। সিজিলমাসাতে এসব ছাড়াও উৎপন্ন হতো তুলা ও আখ। উটের টানা লাঙল দিয়ে আদিম পদ্ধতিতে জমি কর্ষণ করে বীজ বোনা হতো।

খাদ্য ও পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ এক হাতিয়ার পশু পালন। স্বভাবতই মরুভূমির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হলো উট। উটের দুধ পান, গোশত খাওয়া, পশম ও চামড়া দিয়ে আলখেল্লা, জামা-জুতা, খুপড়ি ঘরের চাল তৈরিসহ নানান কাজে ব্যবহৃত হয় উট। খচ্চর আর গাধাও পালন করত তারা। অল্প দূরত্বে চলাফেলার কাজে এগুলোর প্রয়োজন ছিল অনেক।

এ ছাড়া গরু, ভেড়া ও ছাগল পালা হতো। এসব গবাদিপশুর দুধ, গোশত, চামড়া ও পশম থেকে খাদ্য-বস্ত্রের চাহিদা মেটানো হতো। মধু ও মোমের চাহিদা মেটাতে তারা বিশেষভাবে মৌ চাষ করত। শিকারও ছিল তাদের নিত্য ব্যস্ততা। বিশেষ করে বন্য গাভি খুব বেশি শিকার করত।

---

[৪] *দাওলাতুল মুরাবিতিন ফিল মাগরিবি ওয়াল উন্দুলুস* : ১৩।